বোর্ড কর্তৃপক্ষ যে বক্তব্য
ছেন তা আমাদের প্রতিবেদনে
উল্লিখিত অভিযোগসমূহের
জবাব হিসেবে সুস্পষ্ট নয়।

তারিখ ... 31.10.84 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ১ ...

দৈনিক বাংলা

025

বই ছাড়া বছর কাবার

সিরাজগঞ্জের প্রাইমারী ছাত্রছাত্রীরা বছরটা বেশ আরামেই কাটিয়েছে বলা যায়। সবাই হয়ত নয়। কিন্তু অংকভীতি যাদের মনে প্রবল তারা নির্ঝঞ্ঝাটে চলতি শিক্ষা বছর পার করে দিতে পেরেছে। অংক নিয়ে আর তাদের মাথা ঘামাতে হয়নি। শিক্ষকের বকুনিও খেতে হয়নি।

তবে কি সিরাজগঞ্জের ছাত্রছাত্রীদের জন্যে সিলেবাস থেকে গণিত একেবারেই উঠে গেছে? মোটেও তা নয়। সিলেবাসে গণিত ঠিকই অন্তর্ভুক্ত আছে। তবে বই তাদের কাছে পৌঁছয়নি এই যা।

পত্রিকান্তরের এক খবরে বলা হয়েছে, সিরাজগঞ্জের একটি উপজেলার ৫৮টি প্রাইমারী স্কুলে দ্বিতীয় শ্রেণীর অংক বই এখন পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছায়নি। বইগুলি বিনামূল্যে বিতরণের কথা ছিল।

বিনামূল্যের বই বলেই সম্ভবত এত গন্ডগোল। অভিভাবকরা অপেক্ষা করেছেন বিনামূল্যেই যখন বই পাওয়া যাবে তখন আর পয়সা খরচ করব কেন। ছাত্রছাত্রীরা কৈফিয়ত দিতে পেরেছে, স্যার বই নাই। শিক্ষকরাও কৈফিয়ত যুক্তিযুক্ত বলে মনে করতে পেরেছেন। আর বই যাদের যথাস্থানে পৌঁছানোর কথা তারা সম্ভবত বিনামূল্যের বই বলে খুব একটা উৎসাহবোধ করেননি—বিতরণ কাজের সঙ্গে বাড়তি কমিশন কি এ্যালাউন্স বাঁধা থাকলে কি হত বলা যায় না।

হতে পারে প্রাইমারী স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণীর বই। কিন্তু লেখাপড়ার ব্যাপারে আমরা যে কতটা উদাসীন তার কিছুটা হলেও প্রতিফলন আছে এই ঘটনার মধ্যে। পাঠ্য বই মুদ্রণ, প্রকাশ, বন্টন আর বিতরণ নিয়ে ঘাপলা আর কিছুতেই মিটল না।

সিরাজগঞ্জের চৌহালী উপজেলার ৫৮টি প্রাইমারী স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের সৌভাগ্যে তাদের সমবয়সীরা হয়ত ঈর্ষান্বিত হতে পারে—অংক না কষে একটা বছর পার করে দেয়া খুবই মজা। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে এই অংকের হিসাব আবার পরে মেলাতে হবে। আমাদের মনে শুধু প্রশ্ন, যাদের গাফিলতিতে প্রাইমারী স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা গণিতের বই পেল না তাদের কাজের হিসাব কি কেউ নেবেন?